জাকার্তায় মেয়েদের হকি ফাইনালে জাপানের কাছে ১-২ গোলে পরাজিত হল ভারতের মেয়েরা। রুপোতে সন্তুষ্ট থাকতে হল তাদের।

মাঠে - ময়দানে

পশু সুরক্ষাকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠালেন ভারতীয় ক্রিকেটার যজুবেন্দ্র চহ্বাল।

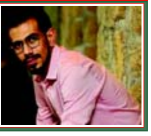

চোটের জন্য ছিটকে গেলেন বিকাশ

জাকার্তা, ৩১ আগস্ট: সোনালী স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল বিকাশের। সোনা জয়ের মাত্র একধাপ আগেই থেমে গেল বিকাশের এশিয়াড সফর। পুরুষদের বক্সিংয়ের ৭৫ কেজি বিভাগে সোনা জেতার স্বপ্ন জিইয়ে রেখেছিলেন বিকাশ। কিন্তু চোটের জন্য সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন বিকাশ কৃষ্ণনন। শুক্রবার সোনা জেতার স্বপ্ন নিয়ে এশিয়াডে নামার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু বাঁ চোখের পাতায় চোটের কারণে রিংয়ের বাইরেই থাকতে হচ্ছে তাঁকে। আন্তর্জাতিক বক্সিং ফেডারেশনের নিয়ম অনুযায়ী মুখের কোথাও আগে থেকে ক্ষত থাকলে তাহলে তাঁকে মেডিক্যাল-ই ফিট বলে প্রমাণিত করতে হবে। তারপরই তিনি বাউটে নামার অনুমতি পাবেন। বিকাশের চোখের উপরে যেখানে ক্ষত রয়েছে সেখানে নতুন করে আঘাত লাগলে তা মারাত্মক আকার নিতে পারে। সেই কারণেই বিকাশকে মেডিক্যাল পরীক্ষায় আনফিট ঘোষণা করা হয়। ফলে ব্রোঞ্জ জিতেই এশিয়াডের সফর শেষ করতে হচ্ছে বিকাশকে।

এসি মিলানে কাকা

ইতালি, ৩১ আগস্ট: নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ইতালিতে ফিরলেন ব্রাজিলের প্রাক্তন ফুটবল তারকা কাকা। সিরি এ লিগে নিজের প্রাক্তন ক্লাব এসি মিলানের ব্যাক রুম স্টাফ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের কথা রয়েছে তার। এই জন্য ক্লাবের পরিচালন পর্ষদ এবং পাওলো মালদিনির সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে ২০০৭ সালের ব্যালন ডি'ওর খেতাব জয়ী এই ব্রাজিলীয় তারকার। মিলানের প্রাক্তন সতীর্থ গেনারো গাত্তুসো গত মরশুম থেকে সাত বারের ইউরো চ্যাম্পিয়নদের কোচের দায়িত্ব পালন করছেন। ইতালিতে পৌঁছানোর পর কাকা সাংবাদিকদের বলেন, আমি সবসময় লিওনার্দোর সঙ্গে কথা বলি। আমরা বন্ধু। তবে মিলানে আমার যে কাজটি করতে হবে সেটি নিয়ে কখনও আলোচনা হয়নি। ২০০৯ সালে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার আগে দীর্ঘ ৬টি মরশুম মিলানে কাটিয়েছেন কাকা। তবে ২০১৩ সালে ফের মিলানে ফিরে আসেন এই ব্রাজিলীয় সুপার স্টার। মিলানের হয়ে তিনি একটি করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও সিরি এ লিগের শিরোপা জয় করেছেন।

আগামী দুটি ম্যাচে রোনাল্ডোকে পাচ্ছে না পর্তুগাল

ইতালি, ৩১ আগস্ট: নতুন মরশুমে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে জুভেন্তাস যোগ দিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ইতিমধ্যেই ইতালিয়ান লিগ শুরু হয়ে গিয়েছে। পর পর আটবার লিগ জেতার দৌড়ে প্রতম দু'রাউন্ডেই জয় তুলে নিয়েছে জুভেন্তাস। দলের হয়ে পারফরম্যান্স ভাল করলেও এখনও গোল পাননি রোনাল্ডো। ফলে নতুন দলের জার্সিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোল করতে উঠে পড়ে লেগেছেন তিনি। ইতালীয় মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, এই মুহূর্তে তাঁর প্রধান লক্ষ্য জুভেন্তাস জার্সিতে নিজের সেরাটা দেওয়া এবং দলের সঙ্গে সময় দিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে বোঝাপড়া গড়ে তোলা। সঙ্গে নিজের শারীরিক গঠনও সঠিক রাখা। আর সেই লক্ষ্যে জাতীয় দলের জার্সিতে আগামী দুটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবেন না তিনি। ৬ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপ রানার্স ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। একইসঙ্গে ১০ সেপ্টেম্বর উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে ইতালির বিরুদ্ধেও তাঁকে পাবে না পতুর্গাল।

রোনাল্ডোকে হারিয়ে উয়েফার বর্ষসেরা মদ্রিচ

নিয়ন, ৩১ আগস্ট: তীব্রভাবে লড়াই ছিল দু'জনের মধ্যে। প্রথমজনের নাম যদি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, দ্বিতীয় জল তবে মিশরীয় মেসি মহম্মদ সালাহ। শেষ পর্যন্ত উয়েফার বর্ষসেরা সম্মান জিতলেন ক্রোয়েশিয়ান ফুটবলার লুকা মদ্রিচ। রাশিয়া বিশ্বকাপের তাঁর চোখ ধাঁধানো পারফরম্যান্সের জন্য ফুটবল বিশ্বে তিনিই এখন 'নতুন এলএম'। লুকা মদ্রিচের সংগ্রহ ৩১৩ পয়েন্ট। সেখানে ক্রিশ্চিয়ানো পেয়েছেন ২২৩ পয়েন্ট। মেসি রয়েছেন পাঁচ নম্বরে। তিনি পেয়েছেন ৫৫ পয়েন্ট। সালাহ ১৩৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তিন নম্বরে রয়েছেন। সেরা হওয়ার দৌড়ে প্রাক্তন সতীর্থ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ৯০ ভোটে হারিয়েছেন মদ্রিচ। সালাহ'র থেকে মদ্রিচ আবার ১৭৯টি বেশি ভোট পেয়েছেন। চমকে দেওয়ার মতো তথ্য আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি, গ্রিজম্যানরা সেরা হওয়ার দৌড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় ভোট পাননি। উয়েফার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ইউরোপা লিগ মিলিয়ে ৮০ জন কোচ ও ৫৫ জন সাংবাদিকের ভোটের বিচারে বর্ষসেরা ফুটবলার বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রথমবারের জন্য উয়েফা বর্ষসেরা পুরস্কার জিতে মেসিকে ছুঁয়ে ফেললেন মদ্রিচ। এর আগে উয়েফার বর্ষসেরা পুরস্কার ও বিশ্বকাপে গোল্ডেন বল জয়ের নজির রয়েছে মেসির। রাশিয়া বিশ্বকাপে গোল্ডেন বল জয়ের পর এবার উয়েফা বর্ষসেরা পুরস্কার জিতে নিয়ে মেসির এই কীর্তি ছুঁয়ে ফেললেন লুকা মদ্রিচ। মেসি অবশ্য একই ফুটবল বর্ষে দুই পুরস্কার জেতেনি। মদ্রিচ সেই কীর্তি গড়েন নতুন নজির লিখলেন। এর আগে এই কীর্তি রয়েছে ব্রাজিলিয়ান রোনাল্ডোর। ১৯৯৮-এর বিশ্বকাপে সোনার বল জয়ের পাশাপাশি সেই ফুটবল মরশুমে উয়েফার বর্ষসেরা হয়েছিলেন সিনিয়র রোনাল্ডো। অন্যদিকে, বর্ষসেরা পুরস্কার হাতছাড়া করলেও উয়েফার বর্ষসেরা স্ট্রাইকারের পুরস্কার পেয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো। সেই সঙ্গে বর্ষসেরা গোলকিপার হয়েছেন নাভাস। বর্ষসেরা ডিফেন্ডার র‍্যামোস।

শ্রীনগরে ম্যাচ খেলার আশা জোরালো হচ্ছে রিয়াল কাশ্মীর এফসি'র

স্টাফ রিপোর্টার: এক সময় মনে করা হচ্ছিল শ্রীনগরের ঘরের মাঠে খেলা অসম্ভব রিয়াল কাশ্মীর এফসি'র পক্ষে। আই লিগে প্রথমবারের জন্য উঠে এসেছে রিয়াল কাশ্মীর। দেশের সর্বোচ্চ লিগে ক্লাব জায়গা করে নেওয়ায় স্বভাবতই আশায় বুক বেঁধেছিলেন ক্লাব সমর্থকরা। কিন্তু ঘরের মাঠে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকায়, বদল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল ঘরের মাঠের ঠিকানা। তড়িঘড়ি মাঠ সংস্কারের কাছে নেমে পড়েছিলেন ক্লাব কর্মকর্তারা। এখনও পর্যন্ত কাজের যা অগ্রগতি তাতে, শ্রীনগরে ম্যাচে খেলার ভাগ্য খুললেও খুলতে পারে। মাঠে বসানো হতে পারে উন্নত মানের অ্যাসট্রোটার্ফ। সূত্রের খবর, স্টেডিয়ামে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হচ্ছে। সাজঘরেও পেতে চলেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। এদিকে আই লিগের সময় শ্রীনগরে রয়েছে তুষারপাতের সম্ভাবনা। যার প্রভাব পরতে পারে মাঠে। তাই তুষারপাতের হাত থেকে মাঠ বাঁচাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। কর্মকর্তারা আশাবাদী, আই লিগ শুরু হওয়ার আগেই মাঠ এবং স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। যদিও ডিসেম্বর, জানুয়ারি শ্রীনগরে ম্যাচ খেলানো কতটা বাস্তবায়িত হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন চিহ্ন থেকেই যাচ্ছে।

বিরাটদের নয়া কোচ নির্বাচিত হলেন কার্স্টেন

বেঙ্গালুরু, ৩১ আগস্ট: ২০১১ সালে তাঁর কোচিংয়েই বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছিল ভারত। এবার তাইতাঁর হাত ধরে আইপিএল ট্রফি ঘরে তুলতে চাইছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। তাইতো ডানিয়েল ভেট্টোরিকে সরিয়ে আরসিবি'র দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল গ্যারি কার্স্টেনের হাতে। আরসিবি'র প্রধান কোচ নির্বাচিত হলেন তিনি। গত মরশুমে আরসিবির মেন্টর ছিলেন কার্স্টেন। আগামী মরশুমে তিনিই হেড কোচ। আট বছর আরসিবি'র দায়িত্বে থাকা ড্যানিয়েল ভেট্টোরিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আগেই। আরসিবি'র তরফে জানানো হয়েছে, ভেট্টোরির সঙ্গে আট বছরের সম্পর্ক শেষ হল। আশা করব আগামীদিনে তিনি আরও সাফল্য পাবেন। আগামী মরশুমে গ্যারি কার্স্টেন দলের কোচ থাকবেন। কার্স্টেন ভারত ছাড়াও দুই বছর দক্ষিণ আফ্রিকার হেড কোচ ছিলেন। বিগ ব্যাশে হোবার্ট হ্যারিকেনসের দায়িত্ব সামলাছেন। নতুন দায়িত্ব নেওয়ার পর কার্স্টেন বলেছেন, আরসিবিকে সাফল্য এনে দেওয়ার চেষ্টা করব।

ডার্বির টিকিটের মধ্যে দেখা দিল বিভ্রান্তি, সমস্যায় দর্শকরা

স্টাফ রিপোর্টার: মাঝে আর একটা দিন তারপরেই ডার্বির আসর বসবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে। গোটা শহর ডার্বির জ্বরে কাঁপছে। দুই ক্লাবের কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। অনলাইনেও টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ডার্বি ম্যাচের আগেই বিপত্তি দেখা গেল টিকিট বিক্রিকে ঘিরে। ডার্বি ম্যাচের টিকিটে দেখা গেল ভুল। ডার্বির একই টিকিটে দুটো গেট নম্বর। টিকিটের কাউন্টার পার্টে লেখা 'গেট নম্বর ১'। আর টিকিটের যে অংশ নিয়ে দর্শক মাঠে ঢুকবে তাতে লেখা 'গেট নম্বর ২'। এই নিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হতে পারে দর্শকদের। এমনকি মাঠে পুলিশি সমস্যাতেও পড়তে পারে দর্শক। হাতে আর বেশি সময়ও নেই যে সংশোধন করা যাবে। এই ভুল নিয়ে আইএফএ সচিব উৎপল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, একটা ছোট ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু তা নিয়ে সমস্যার কিছু নেই। কাউন্টার পার্ট আমাদের কাছে থাকবে। আর দর্শকরা যে অংশ নিয়ে মাঠে প্রবেশ করবে, তাতে সঠিক গেট নম্বর দেওয়া থাকবে।

অন্যদিকে, ডার্বির টিকিট পায়নি। এই বলে ক্ষোভে সল্টলেকে স্টেডিয়াবে বিক্ষোভ দেখাল ইস্ট-মোহন সমর্থকরা। রবিবার যুবভারতীতে মরশুমের প্রথম ডার্বিতে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল। কলকাতার লিগের এই ম্যাচকে ঘিরে তাই দু'দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনাও তুঙ্গে। তাই টিকিটের হাহাকার পড়ে গেছে। দুই দলই পয়েন্ট তালিকায় সমান জায়গায়। গোল পার্থক্যও এক। বৃহস্পতিবার থেকেই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল তাঁবু থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। আইএফএ অফিস থেকেও টিকিট দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার সকাল দশটা থেকে টিকিট বিক্রির কথা ছিল বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে। টিকিট কাটার জন্য সকাল ৯টা থেকেই স্টেডিয়ামের সামনে ভিড় জমিয়েছিলেন দুই ক্লাবের সমর্থকরা। কিন্তু ১০টা বেজে যাওয়ার পরও টিকিট না পেয়ে সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পথ অবরোধও করা হয়। খবর পেয়ে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

টেস্টে বিরাটের ৬ হাজার রান

সাউদাম্পটন, ৩১ আগস্ট : এবারের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে দারুণ ফর্মে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ২০১৪ সালে ইংল্যান্ড সফরে টেস্ট সিরিজের ব্যর্থতা ভুলে এবার প্রথম ম্যাচ থেকেই দাপট দেখাচ্ছেন। থ্রি লায়ন্সদের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ১০৩ রানের দুরন্ত ইনিংস খেললেও অল্পের জন্য ৬ হাজার রান করতে পারেননি।

৬ হাজার রানের থেকে ঠিক ৬ রান দূরে এতমে যেতে হয় তাঁকে। সেই হতাশা কাটিয়ে চতুর্থ ম্যাচে করে ফেললেন ৬ হাজার রান। সুনীল গাভাসকারের পর দ্বিতীয় দ্রুততম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসাবে টেস্টে ৬ হাজার রান করলেন ভারত অধিনায়ক। ৬৫ টেস্ট ও ১১৭ ইনিংসে গাভাসকার টেস্টে ৬ হাজার করেন। আর বিরাট সেখানে নেন ৭২টি টেস্ট ও ১২৩টি ইনিংস। কোহলির পর ভারতীয়দের মধ্যে এই তালিকায় রয়েছেন সেহবাগ, দ্রাবিড়, শচীন প্রমুখ।

এই তালিকায় সবার ওপরে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান। ৬ হাজার রান করতে তিনি নেন ৬৮টি টেস্ট। বিরাটের ৬ হাজার রানের পর আইসিসি, বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। এছাড়া শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ক্রিকেটার হরভজন সিং, বীরেন্দ্র সহবাগ, রবীন্দ্র জাদেজা প্রমুখ। আইপিএলের দলগুলোর মধ্যে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে ভারত অধিনায়ককে।

সই হল অ্যাকোস্টার

স্টাফ রিপোর্টার: ২ সেপ্টেম্বর ডার্বির ঠিক আগেই শুক্রবার আইএফএ অফিসে সই সারলেন লাল-হলুদের নবাগত বিদেশি জনি অ্যাকোস্টা। গত কয়েকদিন ধরেই ডার্বিতে তাঁর মাঠে নামার বিষয়ে আশার আলো দেখছিলেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকেরা। অবশেষে শুক্রবার দুপুরে আইএফএ অফিসে সইপর্ব সেরে ফেলে ডার্বিতে মাঠে নামার বিষয়টিতে শিলমোহর দিলেন অ্যাকোস্টা নিজেই। এদিন সকালে নিজেদের মাঠে গোটা দলের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার অনুশীলনও সারেন অ্যাকোস্টা। তারপরই আইএফএঅফিসে চলে যান তিনি। অ্যাকোস্টার সই ঘিরে এদিন আইএফএ অফিসে ছিল ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের উন্মাদনা। ডার্বির আগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে চাপে রাখতে এ যেন এক রণকৌশলও বটে। ডার্বিতে মাঠে নামতে আর কোনও সমস্যা রইল না তাঁর। আর ডার্বির মত হাইভোল্টেজ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল জয় পেলে ভারতের মাটিতে অ্যাকোস্টার অভিষেক যে মধুর হয়ে থাকবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত।

স্বপ্নাকে নিয়ে গর্বিত চারুচন্দ্র কলেজ

সায়ন্তন সেন

সবরকম কষ্ট, যন্ত্রণাকে পিছনে ফেলে এশিয়ান গেমসের হেপ্টাথেলনে সোনা জিতে দেশবাসীকে গর্বিত করেছে স্বপ্না বর্মন। তাই স্বাভাবিকভাবেই স্বপ্না বর্মনকে নিয়ে সারা দেশের মানুষ আনন্দে ভাসছে। সোনাজয়ী স্বপ্না বর্মনকে ১০ লাখ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, তাকে সরকারি চাকরি দেওয়ারও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। নিজেদের কলেজের এক মেয়ে সোনা জিতে দেশকে গর্বিত করায় স্বভাবতই বেশ খুশি চারুচন্দ্র কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষিকা, প্রিন্সিপাল সকলেই।

চারুচন্দ্র কলেজে গেলেই এখন চারিদিকে দেখতে পাওয়া যাবে জলপাইগুড়ির এই মেয়েটির ছবি, পোস্টার। কলেজের ক্রীড়াবিভাগের প্রফেসর সমীর বেরা জানিয়েছেন ,' স্বপ্না বর্মন সোনা জেতায় শুধু আমরা গর্বিত নই, গর্বিত সারা ভারতবাসীই। আমাদের কলেজের ছাত্রী বলে আমাদের ভাললাগাটা একটু অন্যরকম। স্বপ্না এর আগে আন্তঃকলেজ টুর্নামেন্টে আমাদের কলেজের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির হয়ে নতুন রেকর্ডও করেছে। স্বপ্না নতুন করে নিজেকে চিনিয়েছে, গ্রামকে চিনিয়েছে, জেলাকে চিনিয়েছে, রাজ্যকে চিনিয়েছে, শুধু তাই নয় ও আমাদের কলেজকেও চিনিয়েছে এবং কলেজকে গৌরবান্বিতও করেছে, গোটা ভারতবর্ষের কাছে কলেজের পরিচিতিটা বাড়িয়ে দিয়েছে। ও একজন দরিদ্র পরিবার থেকে এসেও যেভাবে সব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এই সাফল্য পেয়েছে সেটা কখনোই ভোলা যাবে না। ভারতবর্ষে যারা ক্রীড়াজগতে সাফল্য অর্জন করে তাদের মধ্যে ৮৫-৯০ শতাংশ আসে দারিদ্রসীমা বা দারিদ্রসীমার নীচে থেকে। ২০১৪-১৫ সালে স্বপ্না ইস্টার্ন রেলের চাকরি পেলেও আরও বড় স্বপ্নের জন্য সেই চাকরি করেনি। এরপর অল্প সময়ের মধ্যে ও চোট-আগাতে জর্জরিত হয়ে বাড়ি ফিরে যায় এবং সিদ্ধান্ত নেয় আর খেলবে না। ২-৩ মাস বাড়িতে থাকার পর তার কোচ সুভাষ সরকারের চেষ্টায় ও আবার খেলায় ফেরে। যদিও তার প্রত্যাবর্তনটা মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু ফিরে আসার পর ২০১৭ সালে ও এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন হয়। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও চোট সমস্যায় তাকে আবার ভুগতে হয় এবং আবার হতাশ হয়ে পড়ে। সেই হতাশার জন্য ও কমনওয়েলথ গেমস খেলেনি। তবে স্বপ্না আশা ছাড়েনি। এশিয়ান গেমসকে

পাখির চোখ করেছিল। এশিয়ান গেমসের জন্য জাকার্তা উড়ে যাওয়ার আগে স্বপ্না একদিন কলেজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি নিয়ে। ও একটাই কথা বলেছিল, জীবন থাকতে ট্র্যাকে কাউকে ছেড়ে দেব না। আমার মনে হয়েছে ওই জিদটাই ওকে এশিয়ান গেমসে সোনা আনতে সাহায্য করেছে।" কলেজের প্রিন্সিপাল সতরাজিৎ ঘোষও স্বপ্নার এই সাফল্যে খুব খুশি। তাঁর কলেজের একজন ছাত্রী এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী এটাই তাঁকে গর্বিত করেছে। কলেজের আরেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সুদীপ্ত মন্ডল জানালেন, 'স্বপ্না আমাদের কলেজকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। ও যা করেছে সেই অবদান ভুলতে পারব না কখনোই। ভবিষ্যতে এরকম আরও অনেক স্বপ্না বর্মন উঠে আসুক এটাই আমরা চাই।' স্বপ্না বর্মন চারুচন্দ্র কলেজকে আরও বড় স্বপ্ন দেখিয়েছে। সেই স্বপ্ন সফল করতে এরকম আরও স্বপ্না বর্মন উঠে আসতে পারে কি না সেটাই এখন দেখার।

প্রকাশক: পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকেপ্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকেমুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা